★ বিবেকানন্দ (১৮৬৩ - ১৯০২ খৃঃ) ★
(Vivekananda as educationist)

সূচনা ঃ উনবিংশ শতাব্দী যেমন রাজা রামমোহন রায়ের হাতে গড়া, বিংশ শতাব্দী তেমন স্বামী বিবেকানন্দের হাতে গড়া। উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব ছিল ভারতের চিন্তাজগতে রাজা রামমোহনের বাণীতে, আর বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব ছিল ভারতের কর্ম জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে। বিবেকানন্দ ছিলেন প্রতিভাবান সর্বশাস্ত্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সনাতন ধর্মের আধুনিক রূপকার ও প্রবক্তা। হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা ও প্রচারক রূপে বিবেকানন্দের নাম ভারতের ইতিহাসে খ্যাত হলেও শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর দান অসামান্য।

● **(১) আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঃ** বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। সেই শক্তিবলে তিনি ভারতের যুগ সাধনাকে নিয়ে এলেন এক নতুন পথে— আত্মবিশ্বাস, সংগ্রাম ও মুক্তির পথে। রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা স্বামীজীকে কেবলমাত্র ঈশ্বর চিন্তায় নিবদ্ধ রাখে নি, দরিদ্র, পরাধীন জাতির যথার্থ মুক্তির পথ অন্বেষণে তিনি উন্মুখ হয়ে উঠেন। পরাধীন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাদের ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করলেন এবং ভারতবাসীকে সেই উদ্দেশ্যের পথে ধাবিত হতে আহ্বান জানালেন।

● **(২) ভারত ভ্রমণ ঃ** ধর্মের বাণী ও কর্মের বাণী নিয়ে তিনি ভারত ভ্রমণে বের হলেন পরিব্রাজকরূপে। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে জনজীবনে অশিক্ষা, দারিদ্র ও দুর্গতির ভয়াবহ পরিণাম তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন যে, অবহেলা, বঞ্চনা, দারিদ্র ও দুর্গতির মূলে আছে অশিক্ষা। ভারতের লক্ষ লক্ষ অবহেলিত নিপীড়িত জনসাধারণের অসহায় অবস্থার পরিচয় লাভ করে তিনি বুঝলেন, ধর্ম অপেক্ষা ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা সবার আগে প্রয়োজন। শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সেদিন থেকে বিবেকানন্দ বজ্রকণ্ঠে ভারতবাসীকে শোনালেন এক নতুন বাণী — 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। তিনি বারবার জাতির আত্মগ্লানি, বশ্যতা ও হীনমন্যতার মনোভার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীন কর্মসূচী ও চিন্তাধারা অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। ভারতবাসীদের শোনালেন, 'তোমরা ভারতবাসী কারো চেয়ে ছোট নও। সামরিক পরবশতায় তোমরা নীচু হয়ো না। তোমরা অমৃতের সন্তান। জাগো — উঠ'।

".....Come up. O lion and shake off the delusion that you are sheep, you are souls, immortal, spirits, free, blest and eternal."

Scanned with CamScanner

স্বদেশ ছিল স্বামীজীর কাছে আরাধ্যা দেবী। তাই তিনি ভারত সন্তানদের ডেকে বলতে পারলেন, "হে ভারত ভুলিও না নারী জাতির আদর্শ — সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না, তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না নীচ জাতি, দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বল ভাই, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, ভারত আমার স্বর্গ, আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী"। "O India! Forget not that the ideal of thy Womanhood is Sita, Savitri, Damayanti; Forget not that thou art born as a sacrifice to the Mother's alter; Forget not that the lower classes, the ignorant, the Poor, the illiterate, the cobbler, the sweeper, are thy flesh and blood, thy brothers. Say brother., I am an Indian, Every Indian is my brother, India's gods and goddesses are my god. India's society is the cradle of my infancy - the pleasure garden of my youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age."

● **(৩) দেশ গঠনের আহ্বান ঃ** বিবেকানন্দ ছিলেন একজন অসাধারণ দেশপ্রেমিক। তিনি জানালেন, দেশসেবা ও দেশ গঠনের আহ্বান, স্বাদেশিকতার মহান এক চেতনা। দুর্জয় এক সংকল্পের ইশারা দিলেন তরুণ সন্ন্যাসী। তাঁর বলিষ্ঠ হৃদয়, সংস্কৃত মন বিমূঢ় বাঙালীর সামনে তুলে ধরল এক নতুন আদর্শ, এক নতুন পথ।

● **(৪) রামকৃষ্ণমিশন স্থাপন ঃ** নরনারায়ণের সেবার জন্য গুরুর নামে আশ্রম (রামকৃষ্ণমিশন) খুললেন— একটি বেলুড়ে আর একটি আলমোড়ার নিকট মায়াবতীতে। এই দুই আশ্রমে তিনি তৈরী করতে চাইলেন একদল সর্বত্যাগী প্রচারক যারা গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষার আলো। তিনি বললেন, যতক্ষণ না ভারতের জনসাধারণ লেখাপড়া শিখছে, পেট পুরে খেতে পাচ্ছে, মানুষ হচ্ছে, ততক্ষণ রাজনীতি কোনকাজে আসবে না।

● **(৫) ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ** বিবেকানন্দ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও অধ্যাত্মবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সভায়' তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে তুলে ধরলেন। ভারতের মহিমা, ঐতিহ্য ও সুমহান সভ্যতার পরিচয় বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

● **(৬) নব ভারত গঠনের আহ্বান ঃ** তিনি তাঁর ধ্যান লব্ধ প্রজ্ঞাবলে নূতন ভারতবর্ষ গড়তে চেয়েছিলেন। সে ভারতবর্ষ হবে মধ্য যুগের ক্লীবতা থেকে মুক্ত, সর্বপ্রকার দৈন্য দাস সুলভ মনোভাব থেকে মুক্ত — সে প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর আত্মবীর্যের অমরতায় ও চলমান জীবনের বাস্তবতায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় আধ্যাত্মিক বিজয় লাভ করে স্বামীজী দেশে ফিরলেন। দেশের দরিদ্র, অবহেলিত, পদদলিত মানুষের আর্তনাদ তাঁকে অনেক দিন আগেই বিচলিত করেছিল। এই নরনারায়ণের সেবাই

Scanned with CamScanner

হল তাঁর ধর্ম। সাম্য হল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। ভারতের চরম দুরবস্থা, জনসাধারণের দুর্দশা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, সারা দেশে যে সমস্যা প্রকট, তার নিরসন করতে হলে চাই শিক্ষা বিস্তার। শিক্ষাই সব ব্যাধির আরোগ্য আনবে। তিনি বুঝেছিলেন যে, জীবন জুড়েই শিক্ষা। এই শিক্ষাকে কল্যাণের অমোঘ মন্ত্র হিসাবে তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

ভারতের শ্রমিকদের জানালেন প্রণাম। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন, বর্তমান বণিক শাসনের পর আসবে শ্রমিক শাসনের কাল। স্বামীজীর ভাষায় নূতন ভারত বেরুক কৃষকের লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে; মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে'। স্বামীজী একান্ত মনে বিশ্বাস করতেন, এরাই হল ভবিষ্যৎ ভারতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

● **(৭) জাতীয় চেতনা বোধ সৃষ্টি ঃ** বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দু সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তা বোধ সৃষ্টি করা। জনগণ যদি জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজাগ হয়, তাহলে তারা বিদেশী আচার, আচরণ ও ধর্মের পিছনে অন্ধের মত ছুটবে না। তাই তিনি তাঁর বক্তৃতা, প্রচার, লেখা, বাণী ও উপদেশ প্রভৃতির মাধ্যমে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর আত্ম চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণের জাতীয় চেতনা বোধ বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল। তিনি ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর আত্মবিশ্বাস, এক নূতন আত্মচেতনা সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মত মনোবল ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সমস্ত লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে অসীম দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি গভীর গৌরব বোধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতার মধ্যে ছিল জাতীয় ভাবের সুর। তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে জাতীয়তা বোধের হাওয়া ভারতের দিকে দিকে প্রবাহিত হলো। একথা অনস্বীকার্য যে, সদ্যোজাত জাতীয়তাবোধকে পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অবদান অসীম।

তাঁকে **নব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অসচেতন পুরোহিত** বলে বর্ণনা করা হয়েছে, "–the unconscious prophet of the new Indian Nationalism."

● **(৮) শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা ঃ** ভারতের চরম দুরবস্থা, জনসাধারণের দুর্দশা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে সারা দেশে যে সমস্যা প্রকট, তার নিরসন করতে হলে চাই শিক্ষা বিস্তার। শিক্ষাই সব ব্যাধির আরোগ্য আনবে। তিনি বুঝেছিলেন যে, জীবন জুড়েই শিক্ষা। এই শিক্ষাকে কল্যাণের অমোঘ মন্ত্র হিসাবে তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন তারিখে আমেরিকার চিকাগো থেকে মহীশূরের মহারাজার কাছে একখানি চিঠিতে তিনি সর্বপ্রথমে তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, আমাদের দেশে হাজার হাজার একাগ্র লক্ষ্য আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ধর্ম প্রচার

Scanned with CamScanner

করে থাকেন। তাঁদের একাংশকে যদি লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার শিক্ষকরূপে সংঘবদ্ধ করা যায়, তবে তাঁরা গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়ে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে শিক্ষাও দিতে পারেন।' তিনি আরও বলেছেন ব্রাহ্মণের ছেলেদের শিক্ষার জন্য যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তবে শূদ্রের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে অন্ততঃ পক্ষে চারজন শিক্ষকের প্রয়োজন। অজ্ঞতার অন্ধকারে যারা নিমজ্জিত, তাদের সেবা না করলে পৃথিবীর মঙ্গল হবে না'।

আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিয়ে চলতে চলতে তিনি মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তিকায়। ভারতের সুমহান ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তৎকালীন ভারতের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য তাঁর মনে গভীর মর্মবেদনা সৃষ্টি করেছিল। বিদেশী শাসন, শোষণ, নিষ্পেষণ, বৈষম্য, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা বিষয়ক সংকটের কথা তিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন। কখনো লিখিত প্রবন্ধে, কখনো প্রকাশ্য বক্তৃতায় বিবেকানন্দ শিক্ষা চেতনায় ভাবের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।

● **(১) শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition) :** বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন যে, "Education is the manifestation of perfection already in man. Like fire in a piece of flint, knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which brings it out." মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা নিহিত আছে, যে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার প্রকাশই হল শিক্ষা। চকমকি পাথরের মধ্যে আগুন জ্বালার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য ঘর্ষণের ফলে তা জ্বলে উঠে, আগুন বাইরে থেকে আসে না। মনের মধ্যে জ্ঞানের উৎস আছে, সেজন্য অনুভাবনের মাধ্যমে তার প্রকাশ হয়।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ বা নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করাকেও প্রকৃত শিক্ষা বলে না। "Education is not the amount of information that puts into your brain and runs riot there undigested all your life." যে শিক্ষার দ্বারা আমাদের চিন্তাশক্তিকে ও ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, সেই হল প্রকৃত শিক্ষা। তিনি বললেন, জীবনের সঙ্গে শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকবে, নইলে সে শিক্ষা যান্ত্রিক হয়ে উঠবে।

শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্ত্বার পরিপূর্ণ প্রকাশ। অন্তর্নিহিত সত্ত্বা বলতে তিনি অধ্যাত্মভাবকে (Spirituality) বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি এমন প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলেছেন, যা মানব মনের অধ্যাত্মবোধকে প্রজ্বলিত করে, সুস্পষ্ট করে ও তার বহিঃপ্রকাশে ত্বরান্বিত করে। স্বামীজী বলেছেন, "Through Education and Faith the inherent Brahman works up in them." শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ স্বীয় নিত্য স্বরূপকে, স্বীয় নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপকে, উপলব্ধি করে। 'We need an education that quickens, that vivifies, that kindles the urge of spirituality inherent in every mind".

Scanned with CamScanner

● **(১০) শিক্ষার লক্ষ্য (Aim) ঃ** বিবেকানন্দ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজ চেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন। বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষ তৈরী করা (Man making education)। প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে যথার্থ সামাজিক পথে পরিচালিত করা। "We must have life-building, man making, character-making, assimilation of ideas," তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন the end of all education, all training is to make the man grow".

তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল Life building education একটা জীবনকে কিভাবে গড়া য়ায়, একটা মানুষকে বিভাবে পূর্ণ মানুষ করা যায়, এই ছিল তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য।

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল বিমুক্তি, এ কেবল আত্মার বিমুক্তি নয়; সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি, সকল দুর্বলতা থেকে মুক্তি (Salvation of all kinds -spiritual, Economic, Social and political)। বিবেকানন্দ রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি। এসব গ্রন্থে তাঁর সমাজ ও শিক্ষা চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

● **(১১) শিক্ষা চিন্তার বিভিন্ন দিক ঃ** বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার গোড়ার কথা হল সুস্থ সক্ষম দেহ, ইন্দ্রিয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও মানসিক শক্তির অনুশীলন। স্বামীজী বলেছেন সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একাগ্রতা। এই একাগ্রতার জন্য ব্রহ্মচর্য একান্ত প্রয়োজন। চিন্তা, কথা ও কাজে শুচিতা — এই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা শিক্ষণীয় বস্তুকে অতি অল্প সময়ে আয়ত্ত করা যায়। স্বামীজী বলতেন, প্রত্যেক বালক বালিকাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিতে হবে, তবেই তার ভিতর শ্রদ্ধার উদয় হবে। তিনি বলেছেন "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম'। অনেক ছাত্র বিপথে চলে যায় কারণ তাদের নিজের উপর শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস নেই। স্বামীজী চেয়েছেন শিক্ষার সাহায্যে সুঅভ্যাস গঠন করতে এবং চরিত্র গঠন করতে। মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করে তোলাই হল চরিত্র গঠন। চরিত্র হচ্ছে মানুষের নানা প্রবণতা, নানা মনোবৃত্তির যোগফল। শিক্ষার জন্য প্রকৃত ও পরিবেশের সুস্থ প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনে অপরিহার্য। প্রকৃত শিক্ষালাভ করতে হলে ছাত্রের জীবনে প্রকৃতির নিত্য সাহচর্য প্রয়োজন।

● **(১২) পাঠ্যক্রম ঃ** বিবেকানন্দ শিক্ষার জন্য পাঠক্রমের কথা যা বলেছেন, তা হল, (১) ধর্মীয় শিক্ষা, ৯২) মাতৃভাষার চর্চা, (৩) সংস্কৃত চর্চার বিষয় (৪) কর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত বিষয় (৫) বিজ্ঞান (৬) ইতিহাস (৭) ভুগোল (৮) সাহিত্য (৯) সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি। তাঁর পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয় ও প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

● **(১৩) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ঃ** শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষকের প্রভাব অত্যন্ত

Scanned with CamScanner

তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য স্বামীজী গুরুকুল বা আবাসিক বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন যেখানে ছাত্র এবং শিক্ষক একসঙ্গে জীবনযাপন করবে। ছেলেবেলা থেকেই ছাত্রদের একটি প্রদীপ্ত চরিত্রের সান্নিধ্যে থাকা চাই।

স্বামীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষক হবেন তিনি, যিনি প্রয়োজন হলে ছাত্রদের পর্যায়ে নেমে আসতে পারেন, যিনি নিজ আত্মার সঙ্গে ছাত্রের মিলন ঘটাতে পারেন, এবং যাঁরা শিক্ষকতায় আন্তরিক আনন্দ পান, যাঁরা সব ভুলে ছাত্র নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন। The true teacher is he, who can immediately come down to the level of the student and transfer his soul to the student's soul and see through and understand through his mind. ছাত্র সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন, ছাত্রের জীবনে শুচিতার প্রয়োজন, তার মধ্যে থাকবে অধ্যবসায় এবং জ্ঞানলাভের প্রকৃত আগ্রহ। The conditions necessary for the taught are purity, a real thirst for knowledge and perseverance.

● **(১৪) কারিগরী ও শিল্পচর্চা ঃ** স্বামীজী কারিগরী ও শিল্পায়ন শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "We need technical education and all else which may develop industries, so that men instead of seeking for service may earn enough to provide for themselves and save somthing against a rainy day" — অর্থাৎ কারিগরী শিক্ষা এবং শিল্পায়নের জন্য আর যা কিছু দরকার সবই আমাদের চাই, যেন শুধু চাকুরী না খুঁজে মানুষ নিজের ভরণ পোষণ এবং ভবিষ্যতের দুর্দিনের সময় ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট আয় করতে পারে। শিক্ষার্থীর রুচির ভিন্নতা মনে রেখে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কারিগরী শিক্ষার সঙ্গ মানবিক বিদ্যা, প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য, পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষাও প্রচলিত থাকবে। স্বামীজী শিল্পচর্চার কথাও বলেছেন। কারণ ভারতের আত্মায় রয়েছে শিল্প। এদেশে শিল্পচর্চা ধর্মচর্চারই অঙ্গ। দেবতার মন্দির, পূজার আঙিনা, উৎসব অনুষ্ঠানে সর্বত্রই শিল্পের সমারোহ।

● **(১৫) (Mass Education) গণশিক্ষা ঃ** ভারত দর্শনের দ্বারা স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন, এদেশে যথার্থ শিক্ষা ব্যবস্থা হল গণশিক্ষা। তিনি বলেছেন "Our great national sin is the neglect of the masses and that is the cause of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated, well fed and well cared for.* অর্থাৎ আমাদের প্রধান জাতীয় পাপ হল জনগণের প্রতি অবহেলা, আর এই অবহেলাই আমাদের পতনের কারণ। রাজনীতি দিয়ে কোনও লাভই হবে না, যতক্ষণ না ভারতের জনগণ আবার সুশিক্ষিত হয়, আবার পেট ভরে খেতে পায় এবং যত্নে লালিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন — "A nation is advanced in proportion as education and intellegence

Scanned with CamScanner

spread among the masses."

● (১৬) **লোকশিক্ষা** ঃ লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি যাত্রা, কথকতা, কবিগান, কীর্ত্তন প্রভৃতি পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন। স্বামীজী মনে করতেন, লোকশিক্ষার জন্য ঘরে ঘরে 'গীতার অধ্যয়ন' শুরু করতে হবে। নিস্কাম কর্মের প্রেরণা একমাত্র গীতার সাহায্যেই সম্ভব। লোকশিক্ষাকে তিনি জাতির সব সমস্যার সমাধান বলে মনে করতেন।

● (১৭) **ভাষার মাধ্যম** ঃ জনশিক্ষার ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে বলেছেন অর্থাৎ মাতৃভাষা হবে গণশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম।

● (১৮) **শিক্ষা পদ্ধতি** (Method of Teaching) : শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন মনঃসংযোগ এবং ধ্যানই হবে পদ্ধতি। "High achievements in arts, music etc. are the result of concentration." ১২ বছর যিনি একটানা ব্রহ্মচর্য পালন করেন, শক্তি ও ক্ষমতা তার অধিগত হয়। যোগ অভ্যাসের ফলে হবে ব্যক্তিত্ব সংগঠন। শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে তিনি স্বয়ং শিক্ষাকে (Self education) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছেন "No one was ever really taught by another. Each of us has to teach himself." তিনি বলেছেন, "you can not teach a child any more than you can grow a plant .... you can only help, you can take away the obstacles, but knowledge comes out of its own nature." অর্থাৎ আমরা যেমন একটা গাছকে নিজের খুশিমত জন্মাতে ও বড় করতে পারি না, তেমনি মানব শিশুকে কিছু শেখাতেও পারি না। আমরা তাকে কিছু শিখতে সাহায্য করি মাত্র। জ্ঞান তার ভিতর থেকেই প্রকাশিত হয়, আমরা কেবল সেই প্রকাশ পথের বাধাগুলো সরিয়ে দিতে পারি।

● (১৯) **স্ত্রী-শিক্ষা** (Women Education) : নারী শিক্ষার উপরেও স্বামীজী যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, যে দেশে যে জাতি নারীকে শ্রদ্ধা করে না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। মনুর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'— যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজা পায়, সেখানে দেবতারা বিরাজ করেন। সমাজে নারীর স্থান অবমূল্যায়নের জন্য তিনি অশিক্ষাকে দায়ী করেছিলেন। আদর্শ নারী হিসাবে সীতার চরিত্র চিত্রই সর্বদা তাঁর মনে জাগরূক ছিল। তিনি বলেছেন, "The women of India must grow and develop in the foot prints of Sita and that is the only way", সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মিশে গেছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমান। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। মেয়েদের পূজা করেই সব জাতি বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতি মেয়েদের পূজা করেনা, সে দেশে সে জাত কখনই বড় হতে পারে নি। মেয়েদের জন্য তিনি একটি শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন।

মেয়েদের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের জন্য যেমন নারী মঠ থাকবে, তেমনি

Scanned with CamScanner

সেই সঙ্গে থাকবে মেয়েদের স্কুল। স্কুলের পাঠ্যক্রম হবে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যাকরণ, সেলাই, সন্তান পালন, গার্হস্থ্যবিদ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য শিক্ষা। শিক্ষা দেবে শিক্ষিত বিধবা অথবা ব্রহ্মচারিণী। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, জাতি গঠনের জন্য সুশিক্ষিতা এবং সুমাতা প্রয়োজন।

● **(২০) সমাজসেবা ও শিক্ষা ঃ** স্বামীজী বলেছেন শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও কর্মশক্তি কেবলমাত্র অধ্যয়ন এবং আত্মোন্নতিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না সমাজসেবার আদর্শে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ও নিয়োজিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে সেবার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে, নাহলে শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাঁর এই সেবাধর্মের আদর্শ জনগণের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর মানবিক মূল্যবোধ সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করেছিল এবং ভারতবাসীর বিকাশমান জাতীয়তাবোধকে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত করেছিল।

● **(২১) উপসংহার ঃ** স্বামীজী ছিলেন সন্ন্যাসী। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ছিল তাঁর জীবনবেদ ও তাঁর জীবনবোধের মর্মবাণী। তিনি ছিলেন প্রকৃত বাস্তব সমাজ চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি। দরিদ্র। নিপীড়িত, হতভাগ্য ভারতবর্ষের আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য ও স্বরূপ কি হওয়া উচিত, তা তিনি স্পষ্ট করে অনুভব করেছিলেন। সেজন্য তিনি গণ-শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, শিল্পায়নের সাহায্যে নিপীড়িত ও দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। স্বামীজী প্রথম সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা - চিন্তার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের মধ্যে আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক (indjvidualistic) ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের (Socialistic view) সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। পকৃতপক্ষে তিনি নতুন ভারত গড়ার একজন পথিকৃৎ ছিলেন। নূতন শিক্ষা চিন্তার পথিকৃৎ হিসাবে ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায় তিনি চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। বিবেকানন্দের মধ্যে নেপোলিয়নের মত বীরত্বব্যঞ্জক গুণ ও শক্তি আবিষ্কার করে রোমাঁ রোলাঁ তাঁকে 'হিন্দু নেপোলিয়ন' বলে বর্ণনা করেছেন।

Scanned with CamScanner